সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০৯
WEEKLY BOOKLET:409

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ১০৫টি মাদানী ফুল (পর্ব-৫)

মন্দকে ঘৃণা করা নবীদের সুন্নাত ০৪
রাতে আরাম করাও ইবাদত, যদি... ০৬
ইসলামে কাউকে জীবন্ত পোড়ানো নিষেধ ১২
যাকাত না দেওয়ার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় ১৮



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ১০৫টি মাদানী ফুল (পর্ব-৫)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে **"তাফসীরে নূরুল ইরফান থেকে ১০৫টি মাদানী ফুল (পর্ব ৫)"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে কুরআন করিমের বরকত দ্বারা ধন্য করে দাও এবং তার পিতামাতাসহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهٗ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا অর্থাৎ জুমার দিন আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। কেননা এটি হলো মাশহুদ দিবস (অর্থাৎ আমার দরবারে ফেরেশতাদের বিশেষ উপস্থিতির দিন), এই দিন ফেরেশতারা (বিশেষভাবে অধিকহারে আমার দরবারে) উপস্থিত হয়, আর যে কোনো ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করে, তবে তার শেষ হতেই তার দরুদ

আমার দরবারে উপস্থাপন করা হয়। হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, আমি আরয করলাম: (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আর আপনার ওফাতের পরে কী হবে? তিনি ইরশাদ করে: "হ্যাঁ! (আমার জাহেরী) ওফাতের পরেও (আমার সামনে এভাবেই উপস্থাপন করা হবে)।" "اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَ عَلَی الۡاَرۡضِ اَنۡ تَاۡکُلَ اَجۡسَادَ الۡاَنۡبِیَاءِ নিশ্চয় আল্লাহ জমিনের জন্য নবীদের শরীরকে ভক্ষন করা হারাম করে দিয়েছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ পাক জমিনের জন্য আম্বিয়া عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর শরীর ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।" "فَنَبِیُّ اللّٰہِ حَیٌّ یُرۡزَقُ সুতরাং আল্লাহর নবীগণ জীবিত হয়ে থাকেন এবং তাঁদেরকে রিযিকও দেওয়া হয়।" **(ইবনে মাজাহ, ২৯১/২, হাদীস: ১৬৩৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

"সূরা শু'আরা" থেকে অর্জিত হওয়া ১৪টি সুন্দর বিষয়

(১) হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের গুনাহের জন্য ব্যথিত হবেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৩)**

(২) যে জায়গায় নবীর কবর থাকে, সেখানে আল্লাহর আযাব হতে পারে না। মিশরে হযরত ইউসুফ عَلَیۡہِ السَّلَام এবং তাঁর ভাইদের কবর ছিল, এজন্য ফেরাউনের উপর সেখানে থাকা অবস্থায় আযাব আসেনি, বরং বাইরে বের করে দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের উপর তার বসতিতেই আযাব এসেছিল। মিশর সুরক্ষিত ছিল ঐ সকল বুযুর্গদের বরকতে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪৪)

(৩) মিসরের অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র তিনজন ঈমান এনেছিলেন: হযরত আসিয়া (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا) ফেরাউনের স্ত্রী, হযরত খিরবিল (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) ফেরাউনের পরিবারের মুমিন ব্যক্তি এবং বিবি মরিয়ম বিনতে

নামোশা (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا), যিনি হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর কবর শরীফের সন্ধান হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام কে দিয়েছিলেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৪)

(৪) যে ব্যক্তি সুস্থ অন্তর নিয়ে রবের সামনে হাজির হলো, তার সম্পদও কাজে আসবে আর সন্তানও। সুস্থ অন্তর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরকে খারাপ আকিদা থেকে পবিত্র রাখা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৪)**

(৫) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়ের খুবই অল্প লোকই তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, বেশিরভাগই বেঈমান ছিল।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪৬)

(৬) হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তানদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম করেছেন। অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা ধনী তাদের জন্য যাকাত দেওয়া ফরয, কিন্তু যারা গরীব তাদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম, যাতে কেউ এটা বলতে না পারে যে, যাকাত সন্তানদের লালন-পালনের জন্য বানানো হয়েছে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪৬)

(৭) মুমিনকে জারজ বলা, নিকৃষ্ট ভাবা কাফেরদের কাজ। কোনো মুমিন জারজ নয়, সকলেই অভিজাত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪৬)**

(৮) আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام সম্প্রদায়কে প্রথমে নিজেদের পরিচয় প্রদান করতেন, অতঃপর আল্লাহ পাক এবং সকল দ্বীনি বিষয় সম্পর্কে। আমাদের হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সর্বপ্রথম তাবলীগে এটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন: বলো, আমি কেমন? কারণ নবীর পরিচয়ের উপর ঈমান নির্ভর করে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪৭)**

(৯) মন্দকে ঘৃণা করা নবীদের সুন্নাত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৪৯)**

(১০) নবীর নিয়োগ আল্লাহ পাকের নির্বাচনের মাধ্যমে হয়ে থাকে, এজন্য তাঁদের পারিশ্রমিক সৃষ্টির দায়িত্বে নয়। খলিফার নিয়োগ জাতির নির্বাচনের মাধ্যমে হয়ে থাকে, এজন্য জাতির উপর দায়িত্ব তাঁদের আর্থিক খেদমত করা। খোলাফায়ে রাশিদীন (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) খেলাফতের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছিলেন, তবে উসমান গনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ছাড়া।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫০)

(১১) উলামাদের মর্যাদা অনেক উঁচু, কেননা আল্লাহ পাক তাঁদেরকে কুরআনের সত্যতার সাক্ষী হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৫)

(১২) পাঁচটি প্রদেশের সমষ্টিগত নাম হলো আরব, অবশিষ্ট পুরো পৃথিবী হলো আজম। হেজাজ, ইরাক, নজদ, বাহরাইন, ইয়েমেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫১)

(১৩) মুবাল্লিগের উচিত যে, প্রথমে নিজের আপনজনদের মাঝে তাবলীগ করা, তারপর অন্যান্য লোকেদের। অন্যথায় তাবলীগ ফলপ্রসূ হবে না। এজন্য হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রথমে নিজের বিশেষ আপনজনদের তাবলীগ করেছিলেন, তারপর সাধারণ মানুষকে। তাবলীগের এই ক্রমই উত্তম। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫১)**

(১৪) সবসময় প্রতিপালকের দৃষ্টি (অর্থাৎ রহমত) আপন হাবীব (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর উপর থাকে, যে হাবীবের কদমে জড়িয়ে যাবে, সেও আল্লাহ পাকের মঞ্জুরে নযর হয়ে যায়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৫)**

"সূরা নামল" থেকে অর্জিত হওয়া ১৩টি সুন্দর বিষয়

(১) আল্লাহর নেককার বান্দারা মুবারক (অর্থাৎ বরকতময়) হয়ে থাকে। ভালো স্থানের অধিবাসী মুমিনরাও মুবারক। আমাদের জন্য মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমরা মুবারক। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৩)**

(২) পিঁপড়ারও এই আকিদা যে, নবীর সাহাবীরা কারও উপর অত্যাচার করেন না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৪)**

(৩) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর হুদহুদ পাখি নবীর সাহচর্যের বরকতে আকিদা ও আমল সম্পর্কে সচেতন ছিল। যে ব্যক্তি হুযুর পুরনূর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহাবীদের ঈমানদার মানে না, সে হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ফয়েয হযরত সুলাইমান (عَلَيْهِ السَّلَام) থেকে কম মনে করে, অথচ হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর সাহচর্যপ্রাপ্ত প্রাণীও মুমিন ছিল, আর হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাহচর্যপ্রাপ্ত মানুষও কি মুমিন হবে না! مَعَاذَاللّٰه। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৫)**

(৪) শাসকের রায় তদন্তের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে, নিজের জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টির উপর নয়। আল্লাহ পাকও কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য ইত্যাদির মাধ্যমে তদন্ত করে ফয়সালা করবেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৫)**

(৫) بِسْمِ اللهِ বলে কাজ শুরু করার ফল হলো সাফল্য। কেননা হযরত সুলাইমান (عَلَيْهِ السَّلَام) بِسْمِ اللهِ এর বরকতে বিলকিসের মতো স্ত্রী লাভ করেছিলেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৫)**

(৬) আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরে দুনিয়াবি ধন ও সম্পদের কোনো মূল্য নেই, আর তাঁরা এর জন্য গর্বও করেন না। এই নশ্বর জিনিস আসালেও কিবা আনন্দ আর চলে গেলেও কিবা দুঃখ! আল্লাহ পাক স্থায়ী খুশি নসীব করো, আমিন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৬)**

(৭) আল্লাহর মকবুল বান্দারা নেয়ামতকেও পরীক্ষাই মনে করেন, কখনো গর্ব করেন না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৬)**

(৮) যাকে বিয়ে করবে, তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা পরীক্ষা করা উত্তম।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৭)

(৯) বিলকিস মুসলমান হয়ে হযরত সুলাইমান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর গর্ভ থেকে দাউদ বিন সুলাইমান জন্মগ্রহণ করেন, যিনি হযরত সুলাইমান (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। হযরত সুলাইমান (عَلَيْهِ السَّلَام) ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, অর্থাৎ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর ইন্তেকাল হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ইন্তেকালের ৫৭৫ বছর পর হয় এবং তাঁর ইন্তেকালের এক মাস পর বিলকিস (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) ইন্তেকাল করেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৭)**

(১০) আল্লাহ পাক অস্থির ব্যক্তির দোয়া অধিক কবুল করেন, দোয়ার কবুল হওয়ার শর্তগুলোর মধ্যে অস্থিরতাও একটি শর্ত। এজন্য নির্দেশ রয়েছে যে, অস্থির ব্যক্তিদের দিয়ে নিজের জন্য দোয়া করাও। মুসাফির, অসুস্থ, অত্যাচারীত, ঋণগ্রস্তদের দোয়া কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে থাকে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৫৯)**

(১১) যে কিয়ামত বা মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয় না, সে কিয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে যাবে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬০)**

(১২) রাতে আরাম করাও ইবাদত, যদি নিয়ত ভাল হয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৭)

(১৩) প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করা উচিত। ইবাদত ও রিয়াযত হলো আত্মার হক, আরাম হলো নফসের হক। উভয়ের হক আদায়

করার নির্দেশ রয়েছে। তবে যেমন দিনে কিছু আরাম করা হয়, তেমনই রাতে কিছু ইবাদত করা উচিত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৭)**

"সূরা কিসাস" থেকে অর্জিত হওয়া ২৭টি সুন্দর বিষয়

(১) ফেরাউন বনি ইসরাঈলের নব্বই হাজার (৯০,০০০) শিশুকে বিনা দোষে জবাই করিয়েছিল। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৩)**

(২) ফেরাউনের স্ত্রীর নাম হযরত আসিয়া বিনতে মুযাহিম বিন ওবাইদ বিন রায়্যান বিন ওয়ালীদ, এই রায়্যান বিন ওয়ালীদ হলো সেই, যে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সময় মিশরের বাদশাহ ছিলেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৪)

(৩) নবীদের মুযিজা কখনো কখনো শৈশবকালেও প্রকাশ পায়, হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিজের মা ছাড়া অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ না পান করা তাঁর মুযিজা, এটাকে ইরহাস বলা হয়, যেমন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শৈশবে কথা বলা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৪)**

(৪) নেক আমলের বরকতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং আলেমের আমলে বরকত হয়। আলেমদের উচিত যে, নেক আমল করা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৮)**

(৫) আল্লাহ পাক নবীদেরকে রুহানী শক্তির পাশাপাশি শারীরিক শক্তিও পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন, তাঁদের শক্তি ফেরেশতাদের থেকেও বেশি হয়ে থাকে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৫)**

(৬) বিপজ্জনক জায়গা থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা নবীদের সুন্নাত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৬)**

(৭) যদি মহিলারা প্রয়োজনে বাইরে যায়, তাহলে পুরুষদের থেকে আলাদা থাকবে, ভিড়ে প্রবেশ করবে না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৬)**

(৮) যদিও সুন্নাত এই যে, বিয়ের প্রস্তাব ছেলের পক্ষ থেকে হওয়া উচিত, কিন্তু এটাও জায়িয যে, মেয়ের পক্ষ থেকে হওয়া।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৭)

(৯) বাকশক্তি (Speaking Power) আল্লাহর এক বড় নেয়ামত, যদি তাকওয়া সাথে থাকে। তাকওয়া ছাড়া হলে আযাব।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৮)

(১০) বরকতময় সেই, যে বুযুর্গদের কথায় নিজেকে সংশোধন করে। অভিশপ্ত সেই, যে যুগের হাওয়ায় চলে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮১৯)**

(১১) পাকা ইট ফেরাউন আবিষ্কার করেছিল এবং কাফেরদের আবিষ্কার দ্বারা উপকার গ্রহণ করা জায়িয। আজ পৃথিবী পাকা ইট, রেল এবং তার ইত্যাদি দ্বারা উপকার গ্রহণ করছে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৯)**

(১২) কাফেরদের কুফর ও আযাব নিয়ে চিন্তা করা আল্লাহর নির্দেশ, (এটাও) ইবাদত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৯)**

মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির উৎকর্ষতা

(১৩) নবীর দৃষ্টি অতীত, ভবিষ্যত, বর্তমান, অদৃশ্য সবকিছু দেখে নেয়। হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) মিরাজের রাতে ঐ সকল লোকদেরকে দোযখে আযাব পেতে দেখেছিলেন যারা হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ওফাতের শত শত বছর পর জন্মাবে এবং কেয়ামতের পর আযাব পাবে। হযরত জিবরাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) আরয করতেন যে, এরা হলো আপনার উম্মতের সুদখোর (অর্থাৎ যারা সুদ খায়)।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৯)

(১৪) দুনিয়ায় কারো বদনাম আল্লাহর অভিসম্পাত এবং সুনাম আল্লাহর রহমত, যেমন আম্বিয়া, আওলিয়া ও সালেহীনদের হচ্ছে। আর

শয়তানের বদনাম তার জন্য অভিসম্পাত, এমনকি কাফেররাও শয়তানের বদনাম সম্পর্কে অবহিত, কারণ কেউ যদি তাদেরকে শয়তান বলে, তাহলে তারা এটাকে গালি মনে করে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৯)

(১৫) পূর্ববর্তী নবীদের দ্বীন তাঁদের কিছুকাল পর বিলুপ্ত হয়ে যেত, এটা আমাদের হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এরই শান যে, এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, কুরআন তেমনই বিদ্যমান আছে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৬৯)**

(১৬) আরবের হেজাজে হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আগে হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام ছাড়া আর কোনো নবী আসেননি। যেই আকাশে সূর্য থাকে, সেখানে কোনো লক্ষত্র থাকে না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭০)**

(১৭) মক্কায়ে মু'আযযমায় কোনো ফসল উৎপাদন হয় না, কিন্তু চারপাশ থেকে রিযিক আকর্ষিত হয়ে এখানে পৌঁছায়। যখন কাবার আশেপাশে থাকার বরকতে তারা নিরাপত্তা ও রিযিক পাচ্ছে, তবে যদি এই কাবার মালিকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তবে এর চেয়েও বেশি নিরাপত্তা ও রিযিক পাবে। কাবা হলো হেরেমের শরীর, আর হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হেরেমের ঈমান, যেখানে সত্তা ও গুণাবলীর ফল প্রকাশ পায়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২০)

(১৮) আল্লাহ পাকের দরবারে সবাই উপস্থিত হবে, তবে মুমিনরা স্বয়ং নিজেরা খুশিতে উপস্থিত হবে আর কাফেরদেরকে জোর করে উপস্থিত করানো হবে, যেমন ফাঁসির আসামিকে শাসকের সামনে উপস্থাপন করা হয়। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭২)**

(১৯) ঈমানী সম্পর্ক কিয়ামতেও বজায় থাকবে, মানসিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২০)**

(২০) মুমিনের তার দ্বীন কবর, হাশর, সব জায়গায় মনে থাকবে, সে তার র, তার নবী, এমনকি তার পীর ও ওস্তাদকেও চিনতে পারবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২০)

(২১) নবুওয়ত হলো আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব, যার নির্বাচন শুধু আল্লাহ পাকই করেন এবং খেলাফত হলো নবীর প্রতিনিধিত্ব, এর নির্বাচন নবী করেন বা নবীর অধিকাংশ উম্মতের রায়ে হবে। যদি খলিফাও রবের নির্বাচনের মাধ্যমেও হয়, তবে নবী ও খলিফার মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৩)**

(২২) হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কোনো বিষয়ে বিদ্রুপ করা কুফর, কেননা হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি গুণ আল্লাহ পাকের নির্বাচিত, এখন এর প্রতি আপত্তি করা রবের নির্বাচনের প্রতি আপত্তি করা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৩)**

(২৩) কারুন, হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর চাচা ইয়াসহারের ছেলে ছিল, তাওরাতের বড় আলেম ছিল, খুব সুন্দর, বিনয়ী, সুন্দর আচরণের অধিকারী ছিল, সম্পদ পাওয়ার পর মুনাফিক হয়ে গেলো।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৪)

(২৪) গুনাহ করে খুশি হওয়া হারাম, ইবাদত করে খুশি হওয়া উত্তম। একইভাবে নাজায়িযভাবে খুশি উদযাপন করা হারাম, যেমন; খুশিতে নাচানাচি করা। জায়িযভাবে খুশি উদযাপন করা ভালো, যেমন; খুশিতে সদকা করা ইত্যাদি। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৪)**

(২৫) দুনিয়াদারদের দুনিয়াকে লোভের দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা করা উদাসিনদের কাজ। দুনিয়ায় নিজের চেয়ে নিচের

(ব্যক্তিদের) দেখো, দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে উপরের (ব্যক্তিদের) দেখো। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৫)**

(২৬) একটি কল্যাণের প্রতিদান কমপক্ষে দশগুণ, সর্বোচ্চের কোনো সীমা নেই, অতঃপর তা স্থায়ী, যার বিলুপ্তি নেই এবং আল্লাহ পাকের দিদার ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত, এর বাইরে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২০)

(২৭) আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের গুণাবলীর প্রতি সৃষ্টিকুলকে দাওয়াত দিতেন, হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ পাকের সত্তার প্রতি দাওয়াত দেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৬)**

"সূরা আনকাবূত" থেকে অর্জিত হওয়া ২৫টি সুন্দর বিষয়

(১) মুমিনরা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে দুনিয়াতেই আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৬)**

(২) মুসলিমদেরকে তাদের ঈমানের শক্তি অনুসারে পরীক্ষা নেয়া, আল্লাহর নিয়ম। অসুস্থতা, দারিদ্রতা, অভাব, বিপদ এগুলো সবই আল্লাহর পরীক্ষা, যার মাধ্যমে একনিষ্ট ও মুনাফিক স্পষ্ট হয়ে যায়। মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২০)**

(৩) পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো যে, কাল কেয়ামতের দিন কারও শাস্তি বা পুরস্কার নিয়ে কেউ আপত্তি করবে না, যেমন; ইমাম হুসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কে যখন জান্নাতিদের সর্দারী দেওয়া হবে, তখন অন্য কেউ এটা বলতে পারবে না যে, আমাদের সর্দারী কেন দেওয়া হলো না? কারবালার পরীক্ষা তাঁর (জান্নাতি যুবকদের সর্দারী) পাওয়ার যোগ্যতাকে প্রকাশ করেছে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২১)**

(৪) যার আশা আছে যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হব এবং তিনি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, তবে তার এই আশা সঠিক, সত্যিই তিনি গাফুরুর রহিম (অর্থাৎ ক্ষমাকারী বড় দয়ালু)।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৭)

(৫) নুহ عَلَيْهِ السَّلَام দুনিয়ার চতুর্থ নবী। তাঁর নাম শরীফ ছিল আব্দুল গাফফার বা ইয়াশকুর কিংবা শাকুর। আল্লাহর ভয়ে বেশি কাঁদার কারণে নুহ তাঁর উপাধি হয়েছে। তাঁর জন্ম আদম عَلَيْهِ السَّلَام দুনিয়ায় আসার এক হাজার ছয় শত বিশ (১৬২০) বছর পর সুওয়াদ, ইরাকে হয়েছিল। সাড়ে নয়শত বছর তাবলীগ করেছেন, কিন্তু ৭২ জন বাইরের এবং ৮ জন পরিবারের লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে। কাফেরদের ধ্বংসের পর কয়েক শত বছর জীবিত ছিলেন। তিনি হলেন আদমে সানি, তাঁর সময়েই ভাই বোনের বিয়ে হারাম হয়েছিল। তাঁর কবর শরীফ সিরিয়ার কারাক এলাকায়। তিনি সেই সময়ের সমস্ত পৃথিবীর মানুষের নবী ছিলেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ২৬০-৪৪৬-৪৭৮ সংকলিত ও সামান্য পরিবর্তনসহ)

(৬) নুহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নৌকা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যামানা শরীফ পর্যন্ত জুদি পাহাড়ে ছিল, অথচ তাঁর ও আমাদের হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে তিন হাজার নয় শত চুয়াত্তর (৩৯৭৪) বছরের ব্যবধান ছিলো। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৮)**

(৭) ইসলামে কোনো জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো নিষেধ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৭৯)

(৮) মুমিনের আল্লাহর প্রতি যে ভালবাসা রয়েছে, তা মৃত্যুর পর আরও বেড়ে যায়। মুমিনদের বন্ধুত্ব মৃত্যুতে শেষ হয় না বরং বাড়ে এবং আখেরাতে কাজে আসে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২১ সামান্য পরিবর্তনসহ)**

(৯) হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাতিজা বা ভাগিনা ছিলেন। হারানের পুত্র ছিলেন। হযরত ইব্রাহিমের উপর সর্বপ্রথম হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام ঈমান এনেছিলেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮০)**

(১০) হিজরত আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮০)**

(১১) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তানদের (অর্থাৎ পুত্রদের) মধ্যে হযরত ইসমাইল, মাদিন ও মাদাঈনও রয়েছেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮০)

(১২) কেয়ামত পর্যন্ত কুতুবুল আকতাব সৈয়দ হবেন, এই মর্যাদা আল্লাহ পাক হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সন্তানদের জন্য বিশেষায়িত করে দিয়েছেন। হুযুর গাউসে পাক (শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) হাসানী হুসাইনী সৈয়দ ছিলেন। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮০)**

(১৩) সমকামিতা (Sodomize) লূত সম্প্রদায়ের পূর্বে কেউ করেনি এবং কোনো প্রাণীও এই কাজ করতো না, লূতী ব্যক্তি পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট। লূতী ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহিলাদের যোগ্য থাকে না।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮০)

(১৪) চরিত্র সংশোধন করার জন্য কাফেররাও বাধ্য যে, এর কারণে তাদেরকে ইসলামী শাসক শাস্তি দিতে পারবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২১)

(১৫) ফেরেশতাদের জ্ঞান নবীদের জ্ঞান থেকে বেশি নয়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮১)

(১৬) শয়তান নিজেও খারাপ কাজকে ভালো মনে করে না কিন্তু মানুষকে ভালো করে দেখায়, সে নিজে মুশরিক নয়, মানুষকে মুশরিক বানায়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২১)

(১৭) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, যখন আহলে কিতাব তোমাদের কাছে তাওরাত ইত্যাদি থেকে কোনো বিষয় বর্ণনা করে,

তখন তাদের সত্যায়নও করো না এবং অস্বীকারও করো না, বরং এভাবে বলো যে, আমরা আল্লাহ পাক এবং তার কিতাবগুলোর উপর ঈমান এনেছি। **(মিশকাত, ১/৫১, হাদীস: ১৫৫) (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৩)**

(১৮) কুরআনের কাগজ অপবিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারবে না, তাহলে কুরআন সমৃদ্ধ অন্তরকে নোংড়া শয়তান اِنْ شَآءَ الله স্পর্শ করবে না।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২২)

(১৯) হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মুযিজা তিন প্রকার: একটি হলো, যা অনিচ্ছায় সবসময় তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়, যেমন; পবিত্র শরীরের ছায়া না থাকা বা ঘাম মুবারক থেকে মেশক ও আম্বরের সুবাস। আর কিছু যা প্রকাশ করতে হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, যেমন; কুরআনের আয়াত। আর কিছু যা হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ক্ষমতায় প্রকাশিত হয়েছে, যেমন; কঙ্কর, পাথরকে দিয়ে কলেমা পড়ানো, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা, সূর্যকে ফিরিয়ে আনা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২২)**

(২০) সুফিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন: উদাসিন ব্যক্তির মৃত্যু আকস্মিক হয়ে থাকে, যদিও অনেক অসুস্থতার পর হয়, কেননা সে সেখানকার (অর্থাৎ আখেরাতের) প্রস্তুতি নেয় না। বুদ্ধিমান মুমিনের মৃত্যু আকস্মিক হয় না, যদিও ঘুমন্ত অবস্থায় হার্ট ফেইল হয়ে যায়, কেননা সে সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৪)

(২১) গুনাহগার মুমিন যদিও দোযখে যায়, কিন্তু তাকে আযাব ঘিরে ফেলবে না, তার কপাল, অন্তর, সিজদার অঙ্গগুলো সুরক্ষিত থাকবে, কেননা আযাব ঘিরে নেয়া হলো কাফেরের আযাব।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৪)

(২২) উলামারা বলেন: মাত্র তিনটি প্রাণী রিযিক জমা করে: পিঁপড়া, ইঁদুর, মানুষ। এরা খায় কম, চিন্তা করে বেশি, এরা ছাড়া আর কোনো প্রাণী রিযিক জমা করে না, অথচ কিছু প্রাণী প্রতিদিন অনেক খায়, যেমন; হাতি, গণ্ডার ইত্যাদি। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৫)**

(২৩) কাফেরের ধনী হওয়া আযাব, মুমিনের দারিদ্রতা রহমত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

(২৪) মানুষ তিন প্রকার: (১) বিপদে আল্লাহকে স্মরণকারী, (২) কিছু সুখে থাকা অবস্থায় এবং (৩) কিছু সর্বাবস্থায়। তৃতীয় প্রকারের মানুষ বুদ্ধিমান, প্রথম দুই প্রকার উদাসিনদের, কাফেররা প্রথম প্রকারের উদাসিন ছিল যে, বিপদে আল্লাহকে স্মরণ করতো, আরামে কুফরী।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৩)

(২৫) ঐ মুমিন সৌভাগ্যবান, যার মদীনা তৈয়্যিবায় কবর নসীব হয়ে যায়।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৩)

"সূরা রূম" থেকে অর্জিত হওয়া ১৮টি সুন্দর বিষয়

(১) যদি আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করে ফেলি, তবে আমরা জীবিত, অন্যথায় মৃতদের চেয়েও নিকৃষ্ট। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৭)**

(২) অভিশপ্তদের উজাড় হওয়া বসতীগুলো গিয়ে দেখো, যাতে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় এবং প্রিয়জনদের আবাদ স্থানগুলো গিয়ে দেখো, যাতে এতে আশা সৃষ্টি হয়, এটা জায়িয, এর জন্য ভ্রমণ করা মুবাহ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৭)

(৩) কাফেরের খাওয়া, পান করা, হাঁটাচলা, ঘোরাফেরা, জুলুম, কারণ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে তাঁর জিনিস ব্যবহার করছে, মুমিনের এই কাজগুলো ইবাদত, কারণ সে আল্লাহ পাকের অনুগত।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৭)

(৪) সুফিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) বলেন: যে সুন্নাত ত্যাগকারী হবে, সে একদিন ফরযও ত্যাগকারী হয়ে যাবে এবং যে ফরয ত্যাগে অভ্যস্ত হবে, সে অবশেষে আকিদাও ত্যাগ করে দিবে। চোর প্রথম প্রথম দেয়াল ভাঙে, সেখানে সফল হয়ে দ্বিতীয় দেয়ালে দৃষ্টি দেয়। অতএব দ্বীনের প্রথম দেয়াল হল সুন্নাত, এর হেফাযত করো! অন্যথায় অন্যান্য বিষয়ের নিস্তার নেই। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৭)**

(৫) কেয়ামতে যতই তীব্রতা হোক না কেন, কিন্তু মুমিনের আশা ভাঙবে না, সে নবীর শাফায়াত, আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা রাখবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৩)

(৬) (আল্লাহ পাক) জীবন্ত প্রাণী থেকে নিষ্প্রাণ বীর্য বা ডিম সৃষ্টি করেন এবং মুমিন থেকে কাফের, মুত্তাকী থেকে ফাসিক, সজ্ঞান থেকে উদাসিনকে সৃষ্টি করেন আর বীর্য বা ডিম থেকে জীবন্ত প্রাণী। কাফের থেকে মুমিন, উদাসিন থেকে সজ্ঞান, ফাসিক থেকে মুত্তাকী বান্দা সৃষ্টি করেন, কিরূপ শানওয়ালা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৮)**

(৭) মানুষের বিবাহ পশু এবং জিন ইত্যাদির সাথে হতে পারে না, কারণ স্ত্রী নিজের শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। হুর যদিও মানুষ নয় অর্থাৎ আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু জান্নাত অন্য জগৎ, সেখানকার আহকাম ভিন্ন, এজন্য আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর স্ত্রী সেই সময় (দুনিয়ায় আসার আগে) জান্নাতে কেবল হাওয়া ছিলেন।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৮)

(৮) পুরুষ রুজি উপার্জনের জন্য, মহিলা পুরুষকে আরাম দেওয়ার জন্য।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৩)

(৯) স্বভাবগতভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা থাকে, যদিও আগে তারা অপরিচিত ছিল, বরং বিবাহ দ্বারা দুই পরিবার এবং

কখনো দুই দেশ মিলে যায়, এজন্য এটাকে নিকাহ অর্থাৎ মিলনের বিষয় বলা হয়। স্বামীর স্ত্রীর আত্মীয়দের প্রতি এবং স্ত্রীর স্বামীর আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা হওয়া আল্লাহর রহমত, অনৈক্য হলো আল্লাহর আযাব। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৩)**

(১০) সৃষ্টির শুরু ধীরে ধীরে (ছয় দিনে) কিন্তু পুনরুত্থান (অর্থাৎ আবারো সৃষ্টি করা) আকস্মিক হবে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৮৯)**

(১১) প্রতিটি শিশু ঐ তাওহীদ এবং দ্বীনের উপর জন্ম নেয়, যার উপর সে মিছাকের দিন অঙ্গীকার করেছিল। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯০)**

(১২) বহুবার বিপদের সময় মক্কার কাফেররা হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করাতো। ফেরাউনও বিপদে হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে দোয়া করাতো।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯০)

(১৩) যে হেবা তথা উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে হয়, তা সদকা আর যার মধ্যে বান্দার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য বান্দাকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তা হাদিয়া বা নযরানা। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯১)**

(১৪) খয়রাত হলো তা, যা গরীবকে তার দারিদ্রতার ভিত্তিতে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেওয়া হয়। ফকিরকে হাদিয়া দেওয়া সদকা, যেমনটি ধনীকে সদকা দেওয়া হেবা (অর্থাৎ উপহার)। সদকায়ে জারিয়া ধনী ও গরীব সবাই ব্যবহার করতে পারে, ওয়াজিব সদকা শুধুমাত্র ফকিরিই খাবে। নফল সদকা শুধু ফকিরদের জন্যই উপযুক্ত ও মানানসই। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯১)**

(১৫) কুফর ও গুনাহের কারণে দুর্ভিক্ষ, রোগ, মহামারী, বন্যা, আগুন লাগা, রিযিকে বরকতহীনতা হয় এবং বৃষ্টি না হওয়ার কারণে সামুদ্রিক প্রাণী অন্ধ হয়ে যায়, ঝিনুকে মুক্তা হয় না। মোটকথা গুনাহের কারণে স্থল ও জলভাগের সৃষ্টিকুলের উপর বিপদ এসে যায়। আজকাল জঙ্গলে খরা এবং সমুদ্রে সব জায়গায়ই বিপদ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯১)

(১৬) মানুষের বদ-আমলের কারণে কখনো প্রাণীদের উপরও বিপদ আসে। গমের সাথে পোকাও পিষে যায় যেমন; কখনো প্রাণীদের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়, বেশ্যাবৃত্তির কারণে হত্যা ও লুটপাট হয়, যাকাত না দেওয়ার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, ওজনে কম দেয়ার কারণে অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত হয়, সুদখোরীর কারণে ভূমিকম্প ইত্যাদি আসে। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯১)**

(১৭) আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "এবং আমার বদান্যতার দায়িত্বেই রয়েছে মুসলমানদের সাহায্য করা।"

(পারা ২১, আর রূম: ৪৭)।

মুমিনদের সাহায্য হওয়ার কয়েকটি দিক আছে: জিহাদে কাফেরদের উপর তাদের বিজয় লাভ করা। মুনাযারায় তাদের জয় লাভ করা। যখন মুমিন বিপদে পড়ে, তখন আল্লাহ পাকের তাকে নিজের কাছে ডেকে নেয়া, শত্রুদের হাতে ছেড়ে না দেয়া, সুতরাং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানসুর ও মুযাফফর (অর্থাৎ সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী)। কপট এজিদ খায়েব ও খাসির (অর্থাৎ ব্যর্থ ও পরাজিত) ছিল।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯২)

(১৮) মানুষ বৃদ্ধ বয়সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায় এবং বুদ্ধির দিক থেকেও যে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। রীতিমতো (দুনিয়াবী)

শিক্ষিত ব্যক্তিও বোকা হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, আমরা সবাই অন্য কারো কব্জায় রয়েছি। **(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯৩)**

"সূরা লোকমান" থেকে অর্জিত হওয়া ৯টি সুন্দর বিষয়

(১) কুরআন তিলাওয়াত শোনা ফরযে কেফায়া, যেখানে লোকজন কুরআন শরীফ শোনার ব্যাপারে অপারগ, ব্যবসায় ব্যস্ত সেখানে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা উচিত নয়। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৫)**

(২) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام ইতিহাসের পিতা। তাঁর বয়স এক হাজার বছর হয়েছিল এবং দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাহচর্য পেয়েছিলেন।

(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯৫)

(৩) হযরত লোকমানের ছেলের নাম আন'আম বা আশকাম।

(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯৫)

(৪) হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বলেন যে, আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, মা-বাবার কৃতজ্ঞতার জন্য নামাযে তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৫)**

(৫) ভালদের মতো রূপ ধারন করা, তাঁদের মতো চালচলন গ্রহণ করা ভাল আর খারাপদের মতো রূপ ধারন করা, তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করা মন্দ, এটা থেকে বর্তমান মুসলিমদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, নিজেদের চালচলন অহঙ্কারী খ্রিস্টানদের মতোই করে থাকে। অহংকারীদের অনুসরণ করাও মন্দ। বিনয়ীদের অনুসরণ করা ভাল। আজকাল চুলে সিঁথি কেটে খালি মাথায় হাত বা পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলা, বিশেষ করে অহংকারীদের চালচলন, প্রতিটি মুসলিমের এটা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। অযথা দ্রুত চলাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে, এটা অহঙ্কার। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯৬)**

(৬) অভ্যন্তরীণ মহত্ত্ব নিয়ে গর্ব করা হলো অহংকার, যেমন; জ্ঞান, সৌন্দর্য, সু-কণ্ঠ, বংশ, ওয়ায ইত্যাদি আর বাহ্যিক মহত্ত্ব নিয়ে গর্ব করা হলো অহংকার ও গর্ব) যেমন; ধন, সম্পত্তি, সৈন্য, চাকরবাকর ইত্যাদি অর্থাৎ না ব্যক্তিগত পূর্ণতায় গর্ব করা আর না বাহ্যিক বৈশিষ্ট নিয়ে অহংকার করা, কেননা এই বিষয়গুলো তোমার নয়, রবের, যখন ইচ্ছা নিয়ে নিতে পারেন। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯৬)**

(৭) মোরগ উচ্চস্বরে আল্লাহর যিকির করে, এটা ভালো লাগে, সেই সময় দোয়া করার নির্দেশ রয়েছে। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৫)**

(৮) সুফিয়ারা বলেন যে, আমরা সবাই ক্ষতি ও লোকসানে পড়ে আছি। হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আল্লাহ পাকের মজবুত রশি, যে তাঁর আঁচল ধরে নিয়েছে, সে উন্নতি পেয়ে গেছে আর যে তাঁর থেকে আলাদা রইল, সে ক্ষতিতে রইল। যেমন; কূপে পতিত বালতি মানুষ রশির মাধ্যমে বের করে থাকে। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৪৯৭)**

(৯) দুনিয়ার জীবনকে স্থায়ী মনে করে আল্লাহ প্রতি উদাসীন হয়ে যাওয়া অনেক বড় উদাসীনতা, এটা তো পানির বুদবুদের মতো খালি খোলস, যার কোনো বাস্তবতা নেই। **(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮২৬)**

নূরুল ইরফানের মাদানী ফুল সংকলনের পদ্ধতি:

"তাফসীরে নূরুল ইরফান" থেকে মাদানী ফুলের পুস্তিকা প্রস্তুত করার জন্য নঈমী কুতুব খানার মুদ্রিত কপি, নাম্বার (N163) এর উপর কাজ করা হয়েছে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম ও উপাধির সাথে দরুদে পাক, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাথে সালাম, সাহাবায়ে কেরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এবং আউলিয়ায়ে কেরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) এর

আলোচনার সময় رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যোগ করা হয়েছে। প্রতিটি মাদানী ফুলের পর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। কঠিন শব্দের অর্থ ব্রাকেটে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু জায়গায় কঠিন শব্দের উচ্চারণ ও এরাব যোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দও যোগ করা হয়েছে। পুরনো কিছু শব্দ বা বাক্য প্রচলিত বাংলা ভাষার আলোকে কিছুটা সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু জায়গায় কঠিন মাদানী ফুলগুলোর সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে, কিছু জায়গায় উক্তিগুলোর গুরুত্ব বাড়াতে উক্তিগুলির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। মুফতি সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অনেক জায়গায় তাফসীরী টীকা লিখতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করেছেন, পাঠকদের আগ্রহের জন্য সেই হাদীসগুলোর সূত্রও দেওয়া হয়েছে। কিছু জায়গায় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় পাঠকদের নেকীর প্রতি উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদির উপকারী পয়েন্ট বিভাগ "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" এর পক্ষ থেকে যোগ করা হয়েছে।

শুধু এমন পয়েন্ট (মাদানী ফুল) রাখা হয়েছে, যা স্বতন্ত্র একটি উক্তি। এমন উক্তি যা বোঝার জন্য আয়াতের প্রয়োজন, সেগুলো পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া: ১

দরুদ শরীফের ফযীলত ১

"সূরা শু'আরা" থেকে অর্জিত হওয়া ১৪টি সুন্দর বিষয়..... ২

"সূরা নামল" থেকে অর্জিত হওয়া ১৩টি সুন্দর বিষয় ৫

"সূরা কিসাস" থেকে অর্জিত হওয়া ২৭টি সুন্দর বিষয়.....৭

মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির উৎকর্ষতা..... ৮

"সূরা আনকাবূত" থেকে অর্জিত হওয়া ২৫টি সুন্দর বিষয়..... ১১

"সূরা রূম" থেকে অর্জিত হওয়া ১৮টি সুন্দর বিষয়.....১৫

"সূরা লোকমান" থেকে অর্জিত হওয়া ৯টি সুন্দর বিষয়.....১৯

নূরুল ইরফানের মাদানী ফুল সংকলনের পদ্ধতি: ২০

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net